তারিখ 23 FEB 2017

উৎকোচ বাণিজ্য গাইড বই কিনতে বাধ্য করছেন শিক্ষকরা

বিপাকে শিক্ষার্থী অভিভাবক

প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)

শিক্ষার মানউন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কোচিং বাণিজ্য, প্রাইভেট ও নিম্নমানের গাইড বই পড়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টাকে ভেস্তে দিয়েছে নওগাঁর বদলগাছীর শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন প্রকাশনী। জানা যায় লাইব্রেরিয়ানদের নিকট থেকে মোটা অংকের অর্থ বাণিজ্যর মধ্যে দিয়ে নিম্নমানের গাইড ও গ্রামার বই কিনতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। যার কারণে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছেন।

বদলগাছী উপজেলার প্রায় শতভাগ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে সরকারের নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্কুলশিক্ষকরা নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের বইকে স্কুলে বাধ্যতামূলক করেছেন। অভিযোগ রয়েছে, স্কুল ভেদে ৫০ হাজার থেকে শুরু করে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে ওই সব প্রকাশনীর গ্রামার ও গাইড বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে।

অথচ বছরের শুরুতে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে বোর্ড বইয়ের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই তুলে দেয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে সরকার প্রদত্ত গ্রামার বই না পড়িয়ে নিম্নমানের বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই কিনতে বাধ্য করছে। এমন অভিযোগ উঠায় খোঁজ নিয়ে যানা যায়, উপজেলার বদলগাছী সদরে অবস্থিত পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশনির নিকট চুক্তিবদ্ধ না হলেও কতিপয় শিক্ষক মোটা অংকের বিনিময়ে ফেমাস গ্রামার ও ক্যাপটেন গাইড বই কিনতে সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের চাপ সৃষ্টি করছেন। সদরের লাবণ্য প্রভা বালিকা বিদ্যালয়ে ও ফেমাস গ্রামার ও ক্যাপটেন গাইড বই কিনার জন্য শিক্ষার্থীদের হাতে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনী কর্তৃক ছাপানো গোলাপী কালারের বুকলিস্ট ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ও ফেমাস, ক্যাপটেন পাবলিকেশন ও বাংলাদেশ লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন প্রকাশনীর নিকট থেকে মোটা অংকের চুক্তির ভিত্তিতে যে সব বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ওই সব নিম্নমানের বই কিনতে বাধ্য করাচ্ছেন এমন বিদ্যালয়গুলো হলো- গাবনা উচ্চ বিদ্যালয়, ভাণ্ডারপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দেউলিয়া শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, বেগুনজোয়ার উচ্চ বিদ্যালয় ও মিঠাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ফেমাস গ্রামার ও ক্যাপটেন ও অগ্রযাত্রা গাইড বই কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের চাপ সৃষ্টি করে বাধ্য করাচ্ছেন। এমন কি শিক্ষার্থীরা ওই সব বই কিনতে বা পড়তে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বলা হচ্ছে স্কুলের পরীক্ষায় যখন তাদের নির্ধারিত ফেমাস্, বাংলাদেশ লাইব্রেরি, অগ্রযাত্রা ও ক্যাপটেন থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে তখন তোমরা পরীক্ষা দিবে কেমনে করে। তাতে তোমাদের রেজাল্ট ভালো হবে না। এমন ভয় ভিতি প্রদর্শন করছেন বলে অভিভাবকেরা জানিয়েছেন। ফলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা ওই সব বই কি-না, না কি-না নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন। বদলগাছী সদরের লাবণ্য প্রভা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন সরকার প্রদত্ত গ্রামার বই পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু কোন শিক্ষার্থী যদি নিজ ইচ্ছায় কোন প্রকাশনীর ভালোমানের গ্রামার বই পড়ে সেটা শিক্ষার্থীদের বিষয়। তবে কোন শিক্ষার্থীকে অন্য প্রকাশনীর গ্রামার বই কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে না। ভাণ্ডারপুর সাবিত্রি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাইনুন নাহার বিউটির সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কোন শিক্ষার্থীকে কোন প্রকাশনীর গ্রামার বই কিনতে বাধ্য করা হয়নি। এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়াসিউর রহমানের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সরকার প্রদত্ত গ্রামার বই ব্যাতি রেখে বিভিন্ন প্রকাশনীর বই কিনতে বাধ্য করছেন এমন কোন লিখিত অভিযোগ নেই। তবে ভাণ্ডারপুর সাবিত্রি বালিকা বিদ্যালয়ের বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক মোবাইলে অভিযোগ করেছিলেন আমি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি প্রধান শিক্ষিকাকে অবহিত করেছি এবং উপজেলার সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকার প্রদত্ত গ্রামার বই ব্যতীত অন্য কোন প্রকাশনীর গ্রামার বই ও গাইড বই পড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য নোটিস প্রদান করা হয়েছে। এর পর ও যদি কোন বিদ্যালয়ের এ কাজ করে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হুসাইন শওকতের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন সরকার প্রদত্ত গ্রামার বই পড়ানো ব্যতিরেকে যে সব বিদ্যালয় বাহিরের নিম্নমানের বই কিনতে বাধ্য করছেন বিষয়টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে দেখছি এবং তিনি নিজেও বিষয়টি দেখবেন বলে জানান।

এমতবস্থায় অভিবাবক বৃন্দরা শিক্ষকদের শিক্ষা বাণিজ্যের হাত থেকে রক্ষাসহ এমন নিম্নমানের গ্রামার ও গাইড বই বাজার থেকে তুলে দেয়ার পাশাপাশি দায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।